আরডিএ-ক্রেডিট

প্রেক্ষাপট

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (SFDP (Small Farmers and Landless-Laborer Development Project) এর আওতায় দেশে সর্বপ্রথম জামানত বিহিন চুক্তিতে কৃষদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়িত অধিকাংশ প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পেই পরীক্ষামূলকভাবে অনুরূপ ঋণ কার্যক্রমের ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত প্রায়োগিক গবেষণা যেমন- Comprehensive Village Development Programme (CVDP); Model Village in Rural Development (MVRD); Community Empowerment for Poverty Alleviation (CEPA) –এর ঋণ কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে **'আরডিএ-ক্রেডিট'** নামে একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবন করে ২০০০ সান থেকে সেচ ও পানি ব্যস্থাপনা কেন্দ্রের মাধ্যমে আরডিএ ঋণ পরিচালিত হচ্ছে। বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল দিয়ে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে সকল প্রকল্প সংযোজনী-ক তে উপস্থাপিত হলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দেশে পৌর/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূর্তকী প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য তাদের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানষিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে আরডিএ, বগুড়া'র পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ-ক্রেডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। যা বর্তমানে একটি যুগপোযোগী পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেখানে গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় তাদের পানির বিল পরিশোধের ক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও গ্রামীন জনগোষ্ঠী সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই তাদের নিজস্ব আয় থেকে পানির বহুমুখী ব্যবহার প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে যাচ্ছে।

ফলে আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম পরোক্ষভাবে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'সবার জন্য সুপেয় পানি' এবং রূপকল্প (ভিশন)-২০২১-এ ''দারিদ্র বিমোচন ও পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনায়'' সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও দেশের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ ২০১৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করণের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

১। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও অন্যান্য সুত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিুরূপ-

- সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন (সমিতি/দল/এনজিও) শক্তিশালীকরণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠিকে (পুরুষ/মহিলা) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহ প্রদান;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষন এবং
- মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি।

২। বাস্তবায়ন পদ্ধতি/কৌশল

আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্ত নির্বাচিত ইচ্ছুক সমিতি/দল/এনজিও যারা সিআইডব্লিউএম এর শর্ত মেনে চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হবেন, কেবলমাত্র তাদেরকে সিআইডব্লিউএম এর বাজেট অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উক্ত সমিতি/দল/এনজিও এর নিজস্ব সদস্যের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য সিআইডব্লিউএম এর শর্ত সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving fund) প্রদান করবে। উক্ত ঋণ সরকার প্রদত্ত কোনরূপ সুদ, দন্ডসুদ মওকুফ বা রেয়াত সুবিধার আওতাভূক্ত হবে না। এই মর্মে ঋণ গৃহীতার নিকট থেকে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করা হবে। **সীড ক্যাপিটালের অর্থ (আরডিএ-ক্রেডিট কার্যক্রম) পরিচালনা জন্য একটি আলাদা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হবে।**

লেনদেন সন্তোষজনক না হলে সিআইডব্লিউএম কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় fund withdraw করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এরূপক্ষেত্রে সিআইডব্লিউএম সংশ্লিষ্ঠ উপ-প্রকল্প এলাকায় সাময়িকভাবে সরাসরি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৩। আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নে আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো-

(১) সদস্য অন্তর্ভুক্তির পূর্বে আর্থ-সামাজিক জরীপ সম্পাদন।

(২) ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৫ থেকে ১০ জন সর্বোচ্চ সদস্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন।

(৩) IGA কেন্দ্রিক (পাড়া ভিত্তিক, সমমনা, প্রতিবেশী, আশপাশ এলাকার সদস্যদের নিয়ে) দল গঠন।

(৪) দলের সদস্যগণ ১ (এক) জন সভাপতি ও ১ (এক) জন সম্পাদক নির্বাচন করবেন। উক্ত দল গঠনের দিন/তারিখ হতে পরবর্তী ১(এক) মাস দলীয় কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হলে দলের মধ্যে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৫) নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং ঋণকে পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করা।

(৬) একক ব্যক্তির নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের বিপরীতে ঋণ বিনিয়োগ।

(৭) একক এবং দলের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান। সকল পর্যায়ে পূর্বের ঋণ ১০০% সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ থাকা।

(৮) ঋণের আদায়কৃত অর্থ হিসাব মোতাবেক আসল ও সার্ভিস চার্জ একই একাউন্টে নিয়মিত জমা করা।

(৯) ১১% সার্ভিস চার্জ সরল সুদ পদ্ধতিতে (Flat rate method) আরোপ পূর্বক আদায়যোগ্য। তন্মধ্যে সমিতি/দল/এনজিও এর কমিশন হিসাবে ২/১১, কু-ঋণ তহবিল ২/১১, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ৪/১১ এবং প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মিটানোর ব্যয় বাবদ ৩/১১ সিআইডব্লিউএম পাবে। যদি কোন সমিতি/দল/এনজিও কর্তৃক নিজস্ব ক্রেডিট সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়, সে ক্ষেত্রে কমিশন ২/১১ এর স্থলে সর্বোচ্চ ৪/১১ প্রদান করা হবে ও কু-ঋণ তহবিল ২/১১, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ২/১১ এবং প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মিটানোর ব্যয় বাবদ সিআইডব্লিউএম ৩/১১ পাবে।

(১০) ঋণ গ্রহীতা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে এবং উক্ত সদস্যের কোন ওয়ারিশন না থাকলে/ঋণ পরিশোধের কোন রকম সম্ভাবনা না থাকলে ও আদায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কু-ঋণ তহবিল থেকে উক্ত টাকা সমন্বয়ের জন্য মৃত্যু সনদপত্র, উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত, ক্রেডিট সুপারভাইজার/মনিটরের

তদন্ত প্রতিবেদন/ সুপারিশ পাওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কু-ঋণ সঞ্চিত তহবিল হতে পাওনা ঋণের টাকা সমন্বয় করা যাবে।

(১১) সকল ঋণ সাধারণভাবে ১ (এক) বৎসর মেয়াদী হবে। ঋণের অর্থ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১১% সার্ভিস চার্জ Flat rate এ আরোপ পূর্বক আসলের সঙ্গে একত্রে আদায়যোগ্য।

(১২) ঋণের পরিমান একক ব্যক্তি পর্যায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বিবেচনায় ১ম ঋণ সীমা একক/ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হতে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমিকভাবে দফা ভিত্তিক ঋণ সীমা সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বৃদ্ধি করা যাবে। পর্যায়ক্রমিক বলতে পূর্ববর্তী গৃহীত ঋণের ১২০%, ১৩০%, ১৪০% ও ১৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(১৩) ৪৬ (ছয়চল্লিশ) টি সমান সাপ্তাহিক কিস্তিতে বিনিয়োগকৃত ঋণের অর্থ আরোপিত ১১% সার্ভিস চার্জসহ আসলের সাথে একত্রে আদায়যোগ্য।

(১৪) সিআইডব্লিউএম উপ প্রকল্পের জন্য একজন করে ক্রেডিট সুপারভাইজার স্থানীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান পুর্বক নিয়োগ করবে। অথবা সমিতি/দল/এনজিও সিআইডব্লিউএম এর অনুমতিক্রমে নিজেরা শর্ত সাপেক্ষে ক্রেডিট সুপারভাইজার নিয়োগ করতে পারবে।

যদি কোন সমিতি/দল/এনজিও ক্রেডিট সুপারভাইজার নিয়োগে আগ্রহী হন, সে ক্ষেত্রে এই চুক্তিপত্রে বর্নিত অন্যান্য সকল শর্তসমূহ ঠিক রেখে আলোচ্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের বিগত ৩ (তিন) বছরের নিুলিখিত বিষয়াবলী পর্যালোচনা করা হবে।

১) বার্ষিক সাধারন সভা ও বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠানের অবস্থা।

২) বিগত ৩ (তিন) বছরের নিরীক্ষিত Balance sheet ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

৩) ৩ (তিন) বছরের ঋণ গ্রহন, বিতরন, আদায় ও পরিশোধের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন।

যদি উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি সিআইডাব্লিউএম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা পূর্বক সন্তোষজনক প্রতিয়মান হয়, সেক্ষেত্রে ২/১১ কমিশনের স্থলে সর্বোচ্চ ৪/১১ কমিশন প্রদান করা যাবে এবং কু-ঋণ তহবিল ২/১১, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ২/১১ এবং প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যাতায়াত খরচ বাবদ ৩/১১ সিআইডব্লিউএম এর তহবিলে জমা হবে।

(১৫) যদি সমিতি/দল/এনজিও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী না হয়/ ব্যর্থ হয় এরুপক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীদের দ্বারা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট (১ জন সভাপতি, ১ জন সম্পাদক ও ৪ জন সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত) ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি ঋণ কার্যক্রমের যাবতীয় কার্য পরিচালনা করবেন এবং ২/১১ কমিশন উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হবে; যা ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে।

(১৬) ক্রেডিট সুপারভাইজার ও ক্রেডিট মনিটর কর্তৃক weekly/monthly collection sheet সিআইডব্লিউএম পরিচালক এর দপ্তরে দাখিল বাধ্যতামূলক।

(১৭) নিবিড় তদারকী ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে পরিকল্পিত ভ্রমন/পরিদর্শন নিশ্চিত করন।

সংযোজনী-ক

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল দিয়ে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সে সকল প্রকল্প নিম্নরূপ:-

১.	বন্যা বরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনকল্পে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ১৯৯৯ হতে জুন ২০০২)
২.	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমূহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া (জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯)
৩.	আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প (জুলাই ২০০১ হতে জুন ২০০৫)
৪.	দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১০)
৫.	জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪)
৬.	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪)
৭.	আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই ২০০৭ হতে প্রকল্পটি শুরু হয়ে চলতি অর্থবছরে জুন ২০১৪)
৮.	গবাদিপশু পালন ও বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা সংশোধিত প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫)
৯.	“গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ” সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)
১০.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প। (এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)